দৈনিক জনকণ্ঠ

NOV. 20 2001

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ..৬.. কলাম ....১....

ছাত্রদল বিষয়ক সিদ্ধান্ত

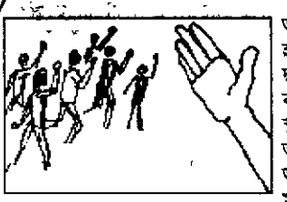

অবশেষে প্রধানমন্ত্রীকে সিদ্ধান্তটি নিতেই হলো। জরুরী ভিত্তিতে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত দ্বারা তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সকল কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিয়েছেন। বিএনপির যে অঙ্গসংগঠনটি দলকে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য অক্লান্ত 'সেনাবাহিনীর' মতো লড়াই করেছে, ১ অক্টোবরের রাত থেকেই দেশব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের হল, দিনে লাখ লাখ বা কোটি টাকা পর্যন্ত চাঁদা আদায় হয় এমন সব স্থান– বাস, টেম্পো, টার্মিনাল, হাটবাজার, ঘাট, গণশৌচাগার, গোরস্তান প্রভৃতি দখলের মাধ্যমে ক্ষমতায় প্রত্যাগত বিএনপি ও তার জোটসাথীদের মসনদকে আগামী পাঁচ-দশ বা ততোধিক বছরের জন্য একটি প্রস্তর-কঠিন ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে 'ঝটিকা' অভিযান চালিয়ে আসছিল, দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক লাঞ্ছনাসহ বহুমুখী সন্ত্রাসের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল, যে সংগঠনের সভাপতি নিজে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার না হয়েও মাত্র দিন কয়েক আগে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় দখল করিয়ে গায়ের জোরে তার 'প্রধান উপদেষ্টা' বনে গেছেন, যাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত (শপথ গ্রহণের মাধ্যমে বঙ্গভবনে অভিষিক্ত হবার মাত্র ২/১ দিন আগেও!) প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন, জগন্নাথ হল দখলের পরে যে সংগঠনের সভাপতি তাঁর বীর অনুসারীদের আবেগ ভরে মোবারকবাদ জানিয়েছিলেন সেই বর্ণাঢ্য বাহাদুর সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সকল কার্যক্রম স্থগিত করার খবরটি জনমনে অবশ্যই চমক সৃষ্টি করবে। প্রধান কারণ, খবরটি বিলম্বিত। প্রায় পৌনে দু'মাস জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও তার নির্দেশে চালিত গোটা দেশের ক্যাডাররা যেসব কর্মকাণ্ড ও সন্ত্রাস চালিয়ে এসেছে সে সবের বিবরণ গুটিকয় পত্রিকা বাদে দেশের অধিকাংশ পত্রিকায় কমবেশি প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্য অনেকের প্রত্যাশা ছিল, প্রধানমন্ত্রীর আলোচ্য সিদ্ধান্তটির অনুরূপ সিদ্ধান্ত অনেক আগেই গৃহীত ও কার্যকর হবে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে তা হয়নি।

শেষ পর্যন্ত এত দেরিতে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্তটি যে নিলেন তার কারণ স্পষ্টত সংগঠনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, অভ্যন্তরীণ কোন্দলের তীব্রতা বৃদ্ধি, শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক চাঁদাবাজির অভিযোগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি হল দখলের ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও আলোচিত ঘটনা। এগুলো সন্ত্রাস দমনে সরকারের অঙ্গীকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে– এই উপলব্ধিই নাকি প্রধানমন্ত্রীকে সিদ্ধান্তটি গ্রহণে প্রাণিত করেছে।

নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এই উপলব্ধিটি বড় দেরিতে, দেশব্যাপী পরিকল্পিত ও পরিচালিত দখল আর সন্ত্রাসের 'ঝটিকা' অভিযানের প্রথম পর্ব অবাধে সমাপ্ত হবার পরে জন্মেছে। যেমন হতো সাবেক সরকারের আমলে। ক্ষমতার আসনে বসার আগে এবং পরে আওয়ামী লীগ ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দলের মতোই বেশ উচ্চকণ্ঠ ছিলেন সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে। বলতেন সন্ত্রাসী যেই হোক, ক্ষমা নেই। সন্ত্রাসীর একমাত্র পরিচয় সন্ত্রাসী, তার কোন দল থাকতে পারে না ইত্যাদি। কিন্তু কাজের সঙ্গে কথার মিল থাকত না। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহকর্মীরাও একই ধরনের শ্রুতিমধুর বাক্যাবলী উচ্চারণ করেছেন এবং করছেন। তাই এ মুহূর্তে প্রশ্ন জাগা অসঙ্গত হবে না যে, ছাত্রদলের কার্যকলাপের ক্ষতিকর ও সরকারের ভাবমূর্তি হানিকর প্রতিক্রিয়া রোধ করার প্রয়োজন প্রধানমন্ত্রীর উপলব্ধি এবং বিলম্বিত সিদ্ধান্তটিও কি সাবেক সরকারের ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ছাত্রলীগ নেতৃত্ব ও ক্যাডার সংক্রান্ত উপলব্ধি ও অতি বিলম্বিত গুটিকয়েক সিদ্ধান্তের অনুরূপ হবে? আরও প্রশ্ন জাগবে, সিদ্ধান্ত তো গৃহীত ও প্রচারিত হলো, বাস্তবায়িত হবে কি? নাকি প্রধানমন্ত্রী ও সরকার সিদ্ধান্ত নিতেই থাকবেন এবং যাঁদের তা পালন বা বাস্তবায়নের কথা তাঁরাও তাঁদের কাজ অর্থাৎ পালন না করা বা অমান্য করার ঐতিহ্য অনুসরণ করবেন?